প্রথম আলো

তারিখ JUL 23 2006
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ১

আইন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আইনজীবীদের সমস্যা

কার হাসান শাহরিয়ার

ন' পেশা সমাজের একটি সম্মানজনক া। আইনব্যবস্থায় বিচারকার্য পরিচালিত ও ন্তিত হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মে। উদাহরণস্বরূপ, সব ফৌজদারি ও য়ানি আদালত, বিশেষ আদালত, ব্যুনাল, বিচারকগণ, আইনজীবীবৃন্দ, এটর্নি ারেল, সরকারি উকিল, পুলিশ, আদালতের স্টার প্রভৃতি। সুতরাং আইন পেশা নব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছে। কারণ আইনজীবীরা মামলাকারী এবং ালতের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ুতা প্রদান করে থাকেন। আইনজীবীদের া অবস্থান, আইনে যথেষ্ট জ্ঞান এবং বিভিন্ন য় ভালো তথ্যসম্পন্ন জ্ঞান ব্যতীত আদালত ষ্ট দক্ষতার সঙ্গে ন্যায়বিচার পরিচালনা ত পারত না। বিচারকদের দক্ষতা অবশ্যই নজীবীদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে।

বলা হয়ে থাকে যে, শক্তিশালী আইন দায় (bar) শক্তিশালী বিচারক সম্প্রদায় nch) উৎপন্ন করে।

বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর াপাশি অনেক ল' কলেজ ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে এলএলবি র্স/প্যাস কোর্স চালু রয়েছে। ফলে অবাধে ন পেশায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। য়াপযোগী আইন শিক্ষা গ্রহণের জন্য দিন যেমনভাবে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়ছে

তেমনিভাবে আইনবিষয়ক শিক্ষা কারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও দেখা ছে নানা রকম অনিয়ম। বর্তমানে রকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইস্টার্ন ভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, স্ট্যামফোর্ড ভার্সিটি, গ্রিন ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ভার্সিটি, নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন নোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, ঢাকা রন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ওয়ার্ল্ড ভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব া প্যাসিফিক, ইউনিভার্সিটি অব লপমেন্ট অল্টারনেটিভ এবং দি নিয়াম ইউনিভার্সিটি আইনবিষয়ক ডিগ্রি করছে। অথচ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি, কোর্স কারিকুলাম থেকে শুরু করে ক্ষেত্রেই রয়েছে নানা রকম বৈষম্য ও াম। যেমন ওপেন ক্রেডিট (প্রতি সেমিস্টার চ ২০ ক্রেডিট গ্রহণ করে দ্রুত কোর্স শেষ যায়)-সুবিধাসম্পন্ন গ্রিন ইউনিভার্সিটি ৮০ হাজার টাকা (১৩২ ক্রেডিট), ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা (১২৭ ক্রেডিট), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা (১২৬ ক্রেডিট), বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা (১৪০ ক্রেডিট), ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা (১২০ ক্রেডিট), নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা (১৩০ ক্রেডিট) এলএলবির (অনার্স) কোর্স ফি হিসেবে গ্রহণ করছে। এ ছাড়া ওপেন ক্রেডিট সুবিধা নেই এমন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও ১২০-১৩০ ক্রেডিটের জন্য ১ লাখ ২৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৯২ হাজার টাকা কোর্স ফি হিসেবে আদায় করছে।

অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষকরা খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তারা এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করে থাকেন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ছাত্রছাত্রী যেন ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে না পারে সে জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন অনুষদও রয়েছে বিষয়গত এবং ক্রেডিটগত বৈষম্য। ফলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সাইবার আইন, কোন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ আইন শিক্ষা দিচ্ছে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ব্যাপক কোর্স ফি নিলেও ওপেন ক্রেডিট সুবিধা দিচ্ছে না। উপরন্তু ক্রেডিট ট্রান্সফার বন্ধ করতে সিওডি গ্রেড প্রদানের পাশাপাশি ২০-৩০ ক্রেডিট জেনারেল এডুকেশনের নামে উদ্ভট কিছু কোর্স অন্তর্ভুক্ত করে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে। তাই সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওপেন ক্রেডিট সুবিধাসম্পন্ন একই সিলেবাস, বিষয় এবং কোর্স ফি অবিলম্বে প্রণয়ন করা উচিত।

যুক্তরাজ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা গেলেও বাংলাদেশে আইন পেশাজীবীদের মধ্যে কোনো বিভাগ নেই। সব আইন পেশাজীবী ব্যারিস্টার, এটর্নি অথবা আইনজীবী যেই হোক না কেন, সবাই উকিল বা আইনজীবী নামে পরিচিত। এবং তারা সবাই একই আইনগত অবস্থান, মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করেন। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আদেশের অনুচ্ছেদ ২(ক) অনুসারে Bangladesh Legal Practitioners and Bar council order 1972-এর অধীনে Bar council-এর roll-এ আইনজীবী হিসেবে যে প্রবেশ করবে তাকেই আইনজীবী বলা হবে এবং তিনি সমগ্র বাংলাদেশে আইনচর্চা করতে পারবেন। অথচ আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনের পর শিক্ষানবিশ আইনজীবী হিসেবে সিনিয়র আইনজীবীদের অধীনে ছয় মাস অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। অনেক সিনিয়র আইনজীবীই এ সময় কোনো পারিশ্রমিক না দিয়ে সব কাজ শিক্ষানবিশ আইনজীবীকে দিয়ে সম্পন্ন করিয়ে থাকেন। ইতিপূর্বে *প্রথম আলোয়* ১৬ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। ছয় মাস শিক্ষানবিশ আইনজীবী হিসেবে বার ভোকেশনাল কোর্স করার পর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে লিখিত এবং ভাইবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হতে হয়। তাহলেই মিলবে কোর্টে আইনচর্চার অনুমতি। প্রথমে নিম্ন আদালতে প্র্যাকটিস করার পর কেউ যদি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে চান, সে ক্ষেত্রে তাকে নিম্ন আদালতে কমপক্ষে দুই বছর অ্যাডভোকেট হিসেবে অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলএম-এ দ্বিতীয় বিভাগ, দেওয়ানি বা ফৌজদারি বা উভয় মামলা যা নিয়ে ওই অ্যাডভোকেট সংশ্লিষ্ট আদালতে উপস্থিত হয়েছেন এমন ২৫টি মামলার তালিকা এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেটের চেম্বারে কমপক্ষে দুই বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রেও পুনরায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে লিখিত এবং ভাইবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলেই কেবল হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করা যাবে। একইভাবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে লিখিত ও ভাইবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যেহেতু তিনটি পৃথক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কেবল সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করা যায়, সেহেতু অনেক আইনজীবীই এই সুযোগ অর্জন করতে ব্যর্থ হন।

একজন ব্যক্তি যখন আইনবিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করে ছয় মাস শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের অধীনে লিখিত ও ভাইবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোর্টে আইনচর্চার অনুমতি পান, তখন তাকে হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে প্র্যাকটিসের জন্য পুনরায় পরীক্ষা দিতে হবে, এমন নিয়ম অবশ্যই পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে দুই বছর আইনচর্চা করলে হাইকোর্ট এবং হাইকোর্টে পাঁচ বছর আইনচর্চা করলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সরাসরি আইনচর্চা করার সুযোগ প্রদান করা উচিত। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সুদৃষ্টি এবং অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ একান্তভাবে প্রয়োজন।